أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ع)

www.motaher21.net

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا

আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা ঈমান আনে ,

Allah is the Protector of those who have faith,

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৫৭

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِیٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ

যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ও সহায়। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাদের সাহায্যকারী ও সহায় হচ্ছে তাগুত। সে তাদের আলোক থেকে অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনের অধিবাসী। সেখানে থাকবে এরা চিরকালের জন্য।

২৫৭ নং আয়াতের তাফসীর:

মহান আল্লাহ্ এখানে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে তিনি শান্তির পথপ্রদর্শন করবেন এবং সন্দেহ, কুফর ও শির্কের অন্ধকার হতে বের করে সত্যের আলোর দিকে নিয়ে আসবেন।

শায়তানরা কাফিরদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, কুফর ও শির্ককে সুন্দর ও সজ্জিত আকারে প্রদর্শন করে ঈমান ও তাওহীদ হতে সরিয়ে রাখে এবং সত্যের আলো হতে সরিয়ে অসত্যের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। এরাই কাফির এবং এরাই জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। نُوْرٌ শব্দটিকে এক বচন এবং ظُلُمَاتٌ শব্দটিকে বহু বচন আনার কারণ এই যে, হক, ঈমান ও সত্যের পথ একটিই। কিন্তু কুফর কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। কুফরের অনেক শাখা রয়েছে ঐগুলো সবই বাতিল ও অসত্য। যেমন অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

‘আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবে না, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে,যেন তোমরা সতর্ক হও।’ (৬নং সূরাহ্ আন ‘আম, আয়াত নং ১৫৩) অপর আয়াতে মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ﴾

‘আর সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার।’ (৬নং সূরাহ্ আন ‘আম, আয়াত নং ১) অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿عَنِ الْیَمِیْنِ وَ الشَّمَآىِٕلِ﴾

‘যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে।’ (১৬ নং সূরাহ্ নাহল, আয়াত নং ৪৮)

এই প্রকারের আরো বহু আয়াত রয়েছে যেগুলো দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, সত্যের একটিই পথ এবং বাতিলের রয়েছে বিভিন্ন পথ।’ আইউব ইবনু খালিদ (রহঃ) বলেন যে, ইচ্ছা পোষণকারীদেরকে অথবা পরীক্ষাকৃতদেরকে উঠানো হবে। অতঃপর যার কামনা শুধুমাত্র ঈমানই হবে সে ঔজ্জ্বল্য পূর্ণ চেহারা বিশিষ্ট হবে, আর যার কুফরের বাসনা হবে সে কৃষ্ণ ও কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট হবে। অতঃপর তিনি আয়াতটি পাঠ করেন। (হাদীসটি য ‘ঈফ। তাফসীর ইবনু আবী হাতিম)

অন্ধকার মানে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার। যে অন্ধকারে পথ হারিয়ে মানুষ নিজের কল্যাণ ও সাফল্যের পথ থেকে দূরে সরে যায় এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টাকে ভুল পথে পরিচালিত করে, সেই অন্ধকারের কথা এখানে বলা হয়েছে।

“তাগুত” শব্দটি এখানে বহুবচন (তাওয়াগীত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ একটি তাগুতের শৃংখলে আবদ্ধ হয় না বরং বহু তাগুত তার ওপর জেঁকে বসে।

শয়তান একটি তাগুত। শয়তান তার সামনে প্রতিদিন নতুন নতুন আকাশ কুসুম রচনা করে তাকে মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে রাখে। দ্বিতীয় তাগুত হচ্ছে মানুষের নিজের নফস। এই নফস তাকে আবেগ ও লালসার দাস বানিয়ে জীবনের আঁকাবাঁকা পথে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। এছাড়া বাইরের জগতে অসংখ্য তাগুত ছড়িয়ে রয়েছে। স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজীন, পরিবার, বংশ, গোত্র, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জন, সমাজ, জাতি, নেতা, রাষ্ট্র, দেশ, শাসক ইত্যাকার সবকিছুই মানুষের জন্য মূর্তিমান তাগুত। এদের প্রত্যেকেই তাকে নিজের স্বার্থের দাস হিসেবে ব্যবহার করে। মানুষের তার এই অসংখ্য প্রভুর দাসত্ব করতে করতে এবং এদের মধ্যে থেকে কাকে সন্তুষ্ট করবে আর কার অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবে এই ফিকিরের চক্করে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়।

পূর্বের আয়াত হল আসল ও মূলভিত্তি। আর এ আয়াত তার ফলাফল। যারা সকল প্রকার তাগুতকে বর্জন করে আল্লাহ তা ‘আলার প্রতি ঈমান আনবে এবং ঈমানের ওপর বহাল থাকবে আল্লাহ তা ‘আলা তাদের অভিভাবক। রাসূল ও মু’ মিনগণ তাদের বন্ধু। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ)

“তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু’ মিনগণ- যারা বিনীত হয়ে সালাত কায়িম করে ও যাকাত দেয়।” (সূরা মায়িদাহ ৫:৫৫)

আল্লাহ তা ‘আলা আরো বলেন:

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ)

“মু’ মিন নর ও মু’ মিন নারী একে অপরের বন্ধু।” (সূরা তাওবা ৯:৭১)

আল্লাহ তা ‘আলা মু’ মিনদেরকে অন্ধকার তথা কুফরী ও পথভ্রষ্টতা থেকে আলো তথা ইসলামের দিকে নিয়ে আসেন। যাদের অভিভাবক আল্লাহ তা ‘আলা হবেন তাদের ফলাফল হল, তাদের কোন ভয় নেই, কোন দুশ্চিন্তা নেই। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ)

“জেনে রাখো! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।” (সূরা ইউনুস ১০:৬২)

পক্ষান্তরে যারা কাফির তাদের অভিভাবক হল তাগুত। অর্থাৎ শয়তান এবং মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা শয়তান তারাও। এজন্য আল্লাহ তা ‘আলা তাদের অভিভাকের সংখ্যা বুঝাতে বহুবচন ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ)

“যারা মু’ মিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কাফির তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে।” (সূরা নিসা ৩:৭৬)

যারা কাফির ও কাফিরদের অভিভাবক এবং বন্ধু সবাই জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ঈমানদারদের স্বয়ং আল্লাহ তা ‘আলা অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন।

২. আল্লাহ তা ‘আলার অভিভাবকত্ব পেতে হলে সকল প্রকার তাগুত বর্জন করে এক আল্লাহ তা ‘আলার প্রতি ঈমান আনতে হবে, ঈমানের সাথে কুফর মিশ্রিত থাকলে হবে না।

২. কাফিরদের অভিভাবক শয়তান, মানুষ ও জিনরূপী শয়তান।